Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 371 - 377
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' : রুহিতন কুরমির অন্তঃশ্বাস

অনামিকা মজুমদার
প্রাক্তন ছাত্রী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : putuanamika@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Samaresh Basu, Mahakaler Rather Ghoda, struggle for existence, imprisoned life, stream of consciousness technique, intolerance.

Abstract

In Bengali literature the renowned fiction writer is samaresh Basu. His works reflect nearly four decades of political, economic, and social conditions. In his novels he has portrayed society with honesty from an impartial standpoint. By depicting familiar realistic social scenes in his writing, he has won the hearts of readers. One of the central themes of Samaresh Basu's novel is the socio-economic condition of contemporary society, the spirit of resistance, the decline of moral values, the inner world of the individual, and the interplay of nation, time, and society. The novelist has portrayed various aspects emerging from different layers of the individual and their inner world. In many cases, the novels are centered around human struggle and protest. As a socially consious writer, he has highlighted the contemporary turbulent situations as central. themes in his novels. In novels characters and settings are extremely important elements because they bring the narrative to life. Many novels have been written based on various movements in literature, and the success of these works has played a leading role in the development of Bengali literature. In the 1960s and 70s a major upheaval swept across Bengal centered around the demand for farmers' rights in the Naxalbari region. The Naxalite movement not only impacted Bengal's politics and economy, but also left a significant mark on its literature, many writers used this movement as a foundation to construct their narratives, incorporating its themes and influences into their literary works. Samaresh Basu also wrote novels set against the backdrop of the Naxalite movement. In his novel Mahakaler Rother Ghoda, he vividly portrayed the movement through his unique perspective. Numerous novels have been written focusing on the Naxalite movement, which can be seen as a time of both struggle and crisis. During this turbulent period, people joined the movement in search of true freedom and liberation. Similarly, in Samaresh Basu's narrative, the character Ruhitan kurmi also participated in the movement, driven by the vow to eliminate class enemies. Through such charaters and stories, Basu captured the spirit, chaos, and idealism of the era.

Discussion

প্রতিটি আন্দোলনই যখন শুরু হয়েছিল, তা একটি সুস্পষ্ট নীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। অনেক সময় বিশ্বাসঘাতকতা, অরাজকতা, বা শ্রেণিদ্বন্দ্বের কারনে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা আন্দোলনের সাথে যুক্ত বহু মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলস্বরূপ, তাদের জীবন এমন এক গভীর সংকটে পড়েছিল, যা তারা কখনই কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এমনকি এদের সাথে জড়িত মানুষগুলিও সমাজে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনে সক্ষম হয়নি। পরবর্তী প্রজন্মকেও অনেক সময় সেই পরিণতির হিসাব দিতে হয়েছে। তেমনই উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি আন্দোলনও পুরো ভারতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

> “নকশালবাড়ি শুধু একটি এলাকার নাম নয়, একটি রাজনীতির প্রতীক। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণে এই নাম একটি রাজনীতির সমার্থক হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও।”[১]

সমরেশ বসু কমিউনিস্ট আন্দোলনের যখন শরিক ছিলেন তখন তার মনে দুটো ভাব সক্রিয় ছিল। প্রথমটা ছিল এডভেঞ্চারিজমের প্রতি টান তথা ভদ্র, শান্ত, পোষ মানা ধারনার প্রতি ঘৃনা এবং দ্বিতীয় মানুষের অপরাজেয়তার প্রতি বিশ্বাস ও আগ্রহ। এই দুই ভাবনাই একত্রিত হয়ে সূচাগ্র তীক্ষ্ণতা তার লেখায় ফুটে উঠেছে।[২]

১৯৭০ দশকের নকশাল আন্দোলনের প্রভাবে রচিত একটি উপন্যাস হল সমরেশ বসুর *মহাকালের রথের ঘোড়া*। তাঁর রচনা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন -

> “যদিও রিপোর্টাজ লেখার অভিপ্রায়েই কালকূট কলম ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁর রচনা রিপোর্টাজ নয়, ভ্রমণকাহিণী নয়, উপন্যাস।”[৩]

উপন্যাসটিতে আমরা দেখতে পাই রুহিতন কুরমির অন্তঃশ্বাস। রুহিতনের চেতনায় বার বার উঠে এসেছে তার জীবনকাহিনী। চেতনাপ্রবাহ রীতিতে লেখা এই উপন্যাসে রুহিতনের স্মৃতি ও সংলাপ থেকে জানা যায় তার অতীত ও বর্তমান জীবনচিত্র। প্রাধান চরিত্র রুহিতন কুরমি, একজন আদিবাসী, নকশালবাড়ি লাগোয়া এক গ্রামের ভুমিহীন কৃষিশ্রমিক, যে নকশাল আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী। সমরেশ বসুর উপন্যাস *মহাকালের রথের ঘোড়া* নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা একজন সক্রিয় কর্মীর স্বপ্নভঙ্গের করুণ কাহিনী।

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এই উপন্যাসে রুহিতন কুরমির যন্ত্রণাময় জীবনকাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। রুহিতন কুরমি সাত বছর ধরে জেলে রয়েছে। এক জেল থেকে আরেক জেলে সে স্থানান্তরিত হয়ে সাত বছর কাটিয়েছে। রুহিতনের চিন্তায় বারবার উঠে এসেছে তার অতীত জীবনের কথা। রুহিতনের পূর্বপুরুষ ছিল চা বাগানের শ্রমিক। তার বাবা পেশাপত কুরমি চা বাগানের কাজ বাদ দিয়ে কৃষিকাজ শুরু করে। জোতদারের জমি চাষ করে সংসার চালায়। রুহিতনের ঠাকুরদারও আকাঙ্খা ছিল ঘর তৈরি ও স্থায়ীত্বের, কিন্তু তা সে পেরে ওঠেনি। পেশাপত কুরমী কঠোর পরিশ্রম করে বন্ধ্যা জমিতে চাষ করে। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পেশাপত কুরমি সাহসিকতার পরিচয় দেয়। কারন - সাঁওতাল ও কুরমীদের বিয়ে প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও সে বিয়ে করেছে গজেন সাঁওতালের মেয়ে গঙ্গাকে। তরাই অঞ্চলে এ কাজ খুবই দুঃসাহসিক। তাইতো রুহিতনের কথায় -

> “এটা একটা ব্যতিক্রম। কুরমির ছেলের সঙ্গে, সাঁওতাল মেয়ের বিয়ে। কিন্তু জায়গাটা ধলভূম বা মানভূমগড় না, সাঁওতাল পরগনাও না। সেখানে সমাজ সামাজিকতার চেহারা কিছু আলাদা, জাতিগত বৈষম্য অনেক কম।”[৪]

এই পেশাপত কুরমি ও গঙ্গারই সন্তান রুহিতন কুরমি। সে ছোটবেলা থেকেই সাহসী।তার পোষ্য পায়রার জন্য নিজের বাবার অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে ছাড়েনি। তার ছোটবেলার বন্ধু ছিল জোতদার মোহন ছেত্রীর ছেলে বড়কা ছেত্রী। শিকার করা, গান শোনা, জুয়া খেলার একমাত্র সাথী ছিল সে। রাজনীতিতে যোগ দেবার পর বড়কা তার সাথে আর যোগাযোগ রাখেনি। রুহিতনের হাতেই বড়কা মারা যায়। বড়কা যখন তাদেরই জোতের মজুর, বাড়ির চাকর গোবরা সাঁওতালের মুখ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 371 - 377
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থেকে কথা বের করার জন্য বন্দুক নিয়ে আঘাত করে তখন রুহিতন বড়কাকেও আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। নকশাল রুহিতনের লড়াকু মানসিকতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয় শ্রেণিশত্রুর খতমের ঘটনা।

রুহিতন এরপর আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে। কলকাতায় গিয়ে সে শ্রমিক-কৃষকদের সভায় যোগদান করে। নতুন এক অভিজ্ঞতা নিয়ে সে নিজের গ্রামে ফিরে আসে। নকশালবাড়ি অঞ্চলে ফিরে এসে গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেলা সংগ্রামের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। রুহিতন যখন আট বছরের বাবার কাছে শুনতে পেয়েছিল বিপ্লবীরা লেবং এ বাংলার লাট বাহাদুর জন অ্যান্ডারসন যিনি গভর্নর জেনারেল ছিল তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। তখন থেকেই রুহিতনের 'শত্রু নিধনঃ শ্রেয়ঃ'[৫] কথাটা রক্তের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে সে লেবং গিয়েছিল। তার কিছু বছর পরেই দার্জিলিং হিমালয়ান রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রভাবে গোটা পাহাড় থমকে গিয়েছিল। মহাজন, কোম্পানির সাহেব, জোতদারেরা ক্ষেপে উঠেছিল। রুহিতনের নিজেকে এতদিন অচেনা ছিল কারন গরিব মানুষের শত্রুদের হারে তার রক্ত ঝলকে উঠেছিল। দিবা বাগচি সমাজকে বদলানোর স্বপ্ন তার মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল। এছাড়াও তার সাথী ছিল মোহন ছেত্রী, রুকনুদ্দিন আহমেদ শনিলাল, শুকু পোঙানি। জেলে বসে রুহিতন ফিরে গিয়েছিল সাত বছর আগে দার্জিলিং জেলার মিরিক থানার নিচুতে অবস্থিত বন অঞ্চলে, যেখানে এক রাত্রে পুলিশের সাথে সশস্ত্র সংগ্রামে এবং দলের অন্তর্দ্বন্দ্বে গ্রেফতার হয় রুহিতন কুরমি। খুন, লুঠ, আগুন লাগানো, অরাজকতা, রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল, দেশের বিরুদ্ধে কার্যকলাপের অভিযোগে সে গ্রেপ্তার হয়। জেলে থাকার সময় তার মনে এক প্রশ্ন জাগে -

> "বন্দিরা সকলেই তার জেলের বাইরের পরিচিত ছিল না, দু জন ছাড়া। কিন্তু সকলের ওপর একই শ্রেণীর অভিযোগ ছিল। খুন জখম লুট আগুন লাগানো অরাজকতা সৃষ্টি করস। এবং সর্বোপরি রাজদ্রোহিতা, বলপূর্বক রাস্ট্রক্ষমতা দখল। সকলের উদ্দেশ্য এক, অতএব তারা সমধর্মী। যদিও রুহিতন এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না সকলেই তারা সমধর্মী। সকলেরই এক উদ্দেশ্য, সকলেই দলের।"[৬]

জেলে সে ভয়ঙ্কর অত্যাচারের সম্মুখীন হয়। মর্মান্তিক অত্যাচার চালানো হয় তার স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। জেলে বসে পুরানো দিনের কথা মনে আস্তে থাকে রুহিতনের। সে ফেলে আসা জীবনের কথা মনে আনতে চায় না কিন্তু পুরানো মানুষ আর পুরানো কথা ফল্গুধারার মত যেন বয়ে চলেছে। তাইতো -

> "পুরানো দিনের কথা মনে করে তার কষ্ট হয়। সে চায় না, পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে। যে জীবন তার পিছনে পড়ে রয়েছে, সে জীবনের কথা সে মনে করতে চায় না। ভাবতে চায় না। অথচ আজকাল প্রায়ই পিছনের জীবনটা মনে পড়ে যায়। পিছনের জীবন আর সেখানকার মানুষ। মনে পড়লেই অদেখা শুকনো ঝোরার জলের মতো কোথায় যেন কলকলিয়ে ওঠে। এ বড় বিষাদ।"[৭]

শরীরের আঘাতের যন্ত্রনা তার মনকে ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু ক্রমেই দেখতে পাই দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দলীয় কর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতা তার মনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। তাইতো ঔপন্যাসিক বলেছেন -

> "রুহিতন মনে মনে বিভ্রান্ত হলেও স্থির বুঝেছিল তাদের সেই জতের নানান জায়গায় ভাঙচুর ফাটল ধরেছে। নিজেদের মধ্যে ঘৃণা আর রাগ, সেই প্রথম জানতে পেরেছিল। বড় যন্ত্রণা বোধ হয়েছিল তার। শ্রেনীশত্রু কাকে বলে? কাদের?"[৮]

উপন্যাসের শুরুতেই দেখতে পাই রুহিতনকে এক জেল থেকে অন্য জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিন রাত্রি ধরে এই যাত্রা চলেছে। যাত্রা আরম্ভ হওয়ার দিন সাতেক আগেই জেল ওয়ার্ডার জানায় অন্য জেলে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। খবর পেয়ে একদিকে তার মনে যেমন মুক্তির আশা জাগে অন্যদিকে জাগে সন্দেহ। কারন অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় পুলিশ অন্য জেলে নিয়ে যাবার সময় এনকাউন্টার করে দেয়। রুহিতনের মনে -

> "ভয় না, একটা তীক্ষ্ণ সন্দেহ ঝলকিয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা আশা! যত সামান্য হোক, তবু অসামান্য সেই আশা। সেই আশার নাম মুক্তি। অথবা পলায়ন। অথবা একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ! সেই জন্যই চোখগুলো ঝিলিক হেনে উঠেছিল। আর সন্দেহের কারন খতম। অন্য জেলে নিয়ে যাবার নাম করে, চিরদিনের জন্য লোপাট। পুলিশি খতমের একটা পদ্ধতি।"[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 371 - 377
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রুহিতনকে নিয়ে আসা হয় কলকাতার জেলে। মহাত্মা গান্ধীও এই জেলেই একসময় বন্দী জীবন কাটিয়েছিলেন। রুহিতন গান্ধীজীর প্রার্থনার জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবে সে জানেনা প্রার্থনা করলে কি হয়। সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন -

> "সমরেশ বাবুর ইঙ্গিতটা, 'গান্ধীপন্থা গ্রহণই শ্রেয়' – এদিকেই যেন ধাবিত হয়। রুহিতন একটু একটু করে হেরে যাচ্ছে। বিভিন্ন জেলজীবন, সাথীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অমানবিক ব্যবহারই তাকে হারিয়ে দিচ্ছে। এখন তার বুক তোলপাড় করে ওঠে।"[১০]

সমরেশ বসুর ভাবনায় গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদ দুয়ের মতের পার্থক্য থাকলেও দুয়েরই মূল লক্ষ্য মানুষ তথা মানবতাবোধ। রুহিতনের দলের অনেকেই এই জেলে ছিল। যাদের নেতৃত্বে সে দলে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল খেলু চৌধুরী, তার সাথে জেলে দেখা হয়ে যায়। তার মন আনন্দে ভরে ওঠে। এমন মানুষদের দেখা সে বহুদিন ধরে পায়নি। এদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে সে নতুন সমাজ গড়ার কাজে নেমেছিল। বাকি বন্দীদের কাছ থেকে রুহিতন অভর্থনা পেয়ে খুশি হয়েছিল -

> "রুহিতনের নিজেরই ইচ্ছা হল, সে সবাইকে শান্ত করে। সকলের এই প্রাণের উচ্ছ্বাস তার ভালো লেগেছে।"[১১]

প্রসঙ্গত রুহিতন জানতে পারে দিবা বাগচি মারা গেছে। রুহিতনের কষ্ট হয় কারন একদিন দিবা বাগচি তাকে রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিল। তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল স্বাধীন জীবনযাপনের। কিন্তু খেলু ও বাকি সহকর্মীরা দিবা বাগচির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলে রুহিতন দুঃখিত হয়। দিবা বাগচি ধনী জোতদারের ছেলে তাই তার পরিবার সুখে দিন কাটাচ্ছে। এমন কথার প্রতিবাদে রুহিতন বলেছে -

> "কিন্তু ভাই সাথীরা, দিবাবাবু যে মস্ত বড় জোতেরবমালিকের ব্যাটা, সেই কথা তো তাবৎ সংসার জান্ত। কিন্তু বাপের জোতের তাবৎ জমিন তো সে কোরফা রায়ত আর আধিয়ারদের বিলি বাঁটোয়ারা করে দিছিল! দ্যায় নাই?"[১২]

কিন্তু তবুও খেলু চৌধুরী ও তার সাথীরা তা মেনে নেয়নি। খেলুদের দিবা বাগচির উপর ক্রোধকে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি সে। দলীয় বিশ্বাসে ঘুন ধরার চিত্র ধরা পড়েছে এই কাহিনীতে। কিন্তু দিবা বাগচি সম্পর্কে তার মনে যে ধারনা ছিল তা থেকে বোঝা যায় যে সহকর্মীদের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল প্রগাঢ়। তাই দিবা বাগচির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রুহিতন আঘাত পেয়েছে। তাইতো -

> "তার সবথেকে পুরনো সংগ্রামী বন্ধু, যে তাকে প্রথম নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল। নতুন জীবনের সেই স্বপ্ন কদাপি বিফল হবার না। সেই সফল স্বপ্নে, অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায়। বোবায় কথা কয়। বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়। ভুমিহীনে ভুমি পায়। জন্মজুরে রাজ্য চালায়!... রুহিতন কুরমির সাবালক এই জীবনে এই প্রথম শোকের আঘাত।"[১৩]

রুহিতন জেলে অসুস্থতা বোধ করে। খেলুবাবুরা সুযোগ বুঝে রুহিতনকে আলাদা করে দেয়। কুষ্ঠ রোগের কারণ হিসাবে খেলু বড়কার সঙ্গে গান শুনতে যাওয়া, জুয়া খেলা, মদ, হাঁড়িয়া, লুবু খাকড়ির সাথে ফূর্তি করার কথা বলে। যা শুনে রুহিতনের অবাক লাগে। তারা সকলেই আন্দোলন শুরু করেছিল একদিন শ্রেণিহীনতার আদর্শে অবিশ্বাসী ছিল বলেই। কিন্তু খেলু চৌধুরী তাকে নীচু শ্রেণির বলে অবজ্ঞা করেলে রুহিতনের অবাক লাগে। প্রতিবাদ জানিয়ে সে বেড়িয়ে আসলেও প্রাণের মধ্যে যন্ত্রণা, দুঃখ এবং অপমানে তার কষ্ট হতে থাকে। তাইতো লেখক লিখেছেন -

> "আগুন জ্বলছে তার বুকের মধ্যে। রাগের থেকে এ আগুনে বুকের পোড়ানি বেশি। এই আগুনে বুকের ঝোরার জল ঝরে।"[১৪]

অসুস্থ অবস্থায় তার মনে পড়েছে স্ত্রীর কথা, পরিবারের কথা, পুরানো ফেলে আসা দিনের কথা। রুহিতনের বারবার সেসব কথাই মনে এসেছে -

> "কী করবে রুহিতুন? এই সব কথাই এখন তার বারে বারে পনে পড়ে। অসুস্থ বিচ্ছিন্ন এই জেল-জীবনে এ সব কথা মনে হলেই আরও কিছু কিছু ইচ্ছা তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে ওঠে। শিশু

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 371 - 377
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> যেমন মায়ের গন্ধে সচকিত হয়ে ওঠে, মঙ্গলার গায়ের গন্ধে তারও সে রকম হত। এতগুলো বছর পার হয়ে গিয়েছে, তবু গন্ধটা চিনে উঠতে ভুল হয় না। এখন রুহিতন কুরমির জীবনে এটা কি দুর্বলতা না? বুধুয়া করমা দুধিকে দেখার ইচ্ছায় বুকটা টনটনিয়ে ওঠে। হঠাৎ হঠাৎ প্রাণটা উদ্বেগে চমকিয়ে ওঠে, অন্ধ মা ঝোরার কাছে গিয়ে আলগা পাথরের ওপর পা দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে না তো?"[১৫]

জেলের বন্দী জীবনে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে আলাদা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। জেলের ডাক্তারের কাছ থেকে সে জানতে পারে যে সে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত। কুষ্ঠের জন্য সে সঙ্গীদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। সে সময় তার বন্ধুনী টেঁপড়ির কথা মনে আসে। তারপর তার জীবনে আসে মঙ্গলা। দুজনের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। একজন চঞ্চল, অন্যজন অত্যন্ত সরল সাদাসিধে। টেঁপড়ি তাকে বিয়ে করতেও চায় নি। কিন্তু মঙ্গলা মন ভোলানো হাসি জানত না। রুহিতন তাকে মণি কুন্ড ভেবেছে, যা মাতৃকূপের প্রতীক। মানুষ সেই প্রতীককে মাতৃরূপে পূজা করে এসেছে। এখানে রুহিতনের নারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে -

> "হ্যা, ঝোরার জলের ধারা যেখানে গভীর কূপের মতো কুন্ডকে ভরিয়ে তোলে, তখন তার নাম হয়ে যায় মণি। সেই কুন্ড তখন হয়ে ওঠে মাতৃকূপের প্রতীক। আর সেই প্রতীককে মানুষ পূজা করে। জলের প্রাচুর্যের প্রার্থনায়।"[১৬]

রুহিতন কিছুতেই ভুলতে পারে না তরাইয়ের জঙ্গলের মানুষের উত্তেজনা আর সাহসের কথা। তাদের জীবনে আমল বদল এসেছিল। মেয়েদের গায়ে হাত তোলা বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের স্বপ্ন ছিল শত্রুমুক্ত স্বাধীন এলাকা গড়ে তোলা। কিন্তু রুহিতনের মনে প্রশ্ন ছিল যে তারা নতুন জীবন পেয়েছিল কিনা। তাইতো -

> "রুহিতন ভুলতে পারে না, সেই সময় তরাইয়ের জঙ্গলে গ্রামে গ্রামে মানুষদের কী আশ্চর্য উৎসাহ আর সাহস। সে নিজে সব গ্রাম বা বিভিন্ন আস্তানায় ঘুরে ঘুরে দেখেছে। ছেলেবুড়ো, মেয়েমদ্দ, সকলের চোখমুখের চেহারা বদলিয়ে গিয়েছিল। সত্যিই কি তারা একটা নতুন জীবন পেয়েছিল?"[১৭]

অসুস্থ বিচ্ছিন্ন জেল জীবনে কিছু কিছু কথা তাকে ভাবিয়ে তোলে। কিছু কিছু চিন্তা তার বুকের মধ্যে তোলপাড় করে। তেমনই স্বাভাবিকভাবেই মাঝে মাঝেই তীব্র কৌতুহল হয় মুক্তাঞ্চলের চেহারা এখন কেমন হয়েছে। অনেক খবর সে জেলে বসেই পেয়েছে, সত্যি মিথ্যা তা সে জানে না, তবে সব খবরই ছিল ব্যর্থতায় ভরা আশাহীন কাহিনী। উদ্বেগ জাগে -

> "হত্যা জখম লুট, ক্ষেত্রবিশেষে আগুন লাগানো, আর অস্ত্রাগার তৈরি, সবই সত্যি। মিথ্যা না। এ সবই ঘটেছিল, আর একটা নতুন জগৎ তৈরি করার জন্য। রুহিতন অস্বীকার করে না। কিন্তু এই এলাকার মানুষেরা ছিল শুধু খুনি দাকাত অপরাধী, নিজেদের সম্পর্কে এ কথা সে কোনও দিন শুনতে চাইবে না।"[১৮]

রোগের কিছুটা উপশম হতেই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরিবার ও সংসারের উদ্দেশ্যে রুহিতন রওনা দেয় এক নতুন জীবনের আশা নিয়ে। গ্রামে গিয়ে সে দেখতে পায় গ্রামের পরিবেশ, বাড়িঘর, মাটি এবং সেখানকার মানুষ সবই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। পুলিশের চেকপোস্ট, মিলিটারি ঘাঁটি, ছাউনি দিয়ে ছেয়ে গেছে গ্রাম। বর্তমান সময়ে রুকনুদ্দিনের ভাই কাছিমুদ্দিন এলাকার নেতা হয়েছে, যে কিনা একসময় ছিল শ্রেণিশত্রু। গ্রামের স্বচ্ছল মানুষেরা তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেও এলাকার সাধারন মানুষ তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেনি।

সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন এসে ধরা দিয়েছে তার নিজের বাড়িতেও। তার পুরানো বাড়িকে পেছনে ফেলে বড় জোতদারদের বাড়ির আদলে তার ছেলেরা বাড়ি তৈরি করেছে। যা রুহিতন তার পরিবারকে দিতে পারেনি তা তার সন্তানেরা করে দেখিয়েছে। শাক সবজি চাষ থেকে শুরু করে সাইকেল কেনা, ঘড়ি কেনা, বোনকে বিয়ে দেওয়া, এক কথায় সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছে তারা। যে স্ত্রীর গায়ের গন্ধ সে আট বছরেও ভুলে যায়নি সে স্ত্রী তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তার ব্যবহারে রুহিতন মর্মাহত হয়ে পড়ে। জেল বন্দী জীবনে সবসময় তার একটা ভয় কাজ করেছিল যে, তার স্ত্রী, সন্তান, ও মা কে হয়তো মেরে ফেলা হবে। তাইতো রুহিতন মঙ্গলাকে বলেছে -

> "আমার খুব ভয় ছিল, তোমাদের কারোকে আর কখনও হয়তো দেখতে পাব না।"[১৯]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 371 - 377
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার উল্টো ঘটনা ঘটেছে। স্ত্রীই তাকে সন্ধ্যার পর ছেলেদের কথা মত পরিত্যক্ত ঘরে পৌছে দেয়। মঙ্গলা দূরত্ব বজায় রেখেই চা, খাবার এবং পরিবারের সমস্ত খবর সে রুহিতনকে পৌছে দেয়। মঙ্গলাকে রুহিতন রোগ সেরে যাবার কথা বললেও বিশ্বাস করেনি। ছেলেদের প্রতি তার বিশ্বাস থাকলেও রুহিতনের কথা সে বিশ্বাস করেনা। এই ভয়ংকর বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে রুহিতন খুব একাকিত্বে ভুগতে থাকে। ভাঙা ঘরে কুকুরের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকে। সাহিত্যিক বলেছেন -

> "ঝরে একটা গাছ ভেঙেচুরে যে রকম চেহারা হয় অনেকটা সেই রকম তার অবস্থা। আগের মতো খসে যাওয়া ডালপালা তার নতুন করে গজাবে না।"[২০]

রুহিতন বুঝতে পারে আন্দোলন তাকে রুহিতন কুরমি বানালেও তার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে। তার কাছের মানুষগুলোর জীবনেও সে এখন অতিরিক্ত। মঙ্গলা বিয়ে করেনি ভেবে সে সুখী হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলা তার স্পর্শ তো দূরের কথা তার দিকে তাকিয়ে কথা পর্যন্ত বলতে রাজি নয়। মঙ্গলার প্রত্যেকটি কথাই বুঝিয়ে দিয়েছে অস্পৃশ্যতার যন্ত্রণা।লেখকের কথায়-

> "মঙ্গলাও অবাক চোখেই তাকাল, ঠিক যেন সেই স্নেহময়ী গাভীটার মতোই। কিন্তু ও যেন আগের মতো আর নেই।"[২১]

মানসিক এই যন্ত্রণায় তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা হারিয়ে গেছে।মঙ্গলার মুখে অবিশ্বাস আর বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট -

> "রুহিতন বিশ্বাস করত গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা যায়। যারা করত, অটল বিশ্বাসেই তারা সব চুরমার করে দিয়েছিল। কিন্তু বুকের বোঝায় একি প্রবল বেগের ধারা?"[২২]

তার মনে পড়ে মঙ্গলার মুখে শোনা এক গল্প। স্বামীকে মন্ত্রপড়া জলে কুমিরে পরিণত করে এক স্ত্রী। সে আর স্বামীকে মানুষে পরিণত করতে পারেনি। কুমিরের ক্ষুধার জন্য দিঘিতে নেমে যেতে হয়। স্ত্রী এসে দিঘির পারে দাঁড়িয়ে থাকতো স্বামীকে দেখার জন্য। কুমিরের চোখের জল গড়াত দুঃখে, কিন্তু কথা বলা হত না। দু'জনেই মনের কথা প্রকাশ করতে পারতো না।

দু'জনের জীবনই দুটি পথে বেঁকে গিয়েছে যেমন গিয়েছে মঙ্গলা রুহিতনের জীবন। নিজেকে রুহিতন অভিশপ্ত কুমির হিসাবে দেখেছে। কুমির যেমন তার স্ত্রীকে দূর থেকে দেখতো, স্পর্শ করতে কিংবা কাছে যেতে পারবে না তেমনই রুহিতন এক অস্পৃশ্য রোগী যাকে স্পর্শ করা বা ভালোবাসা যাবে না। কুমিরের স্ত্রী যেভাবে তাকে দূর থেকে দেখতো তাতে বোঝা যেত দয়াবশত সে কুমিরকে দেখতে দিঘির পারে এসে দাঁড়াত। মঙ্গলাও হয়তো দয়া করেই তার কাছে খাবার নিয়ে এসেছিল। বেশিক্ষন শোক না করে রুহিতন ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়েছিল বেদনা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তার নিজের হাতে পোঁতা বন্দুকের সন্ধানে। যে বন্দুক দিয়ে সে অন্যায় বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল সেই বন্দুক দিয়েই সে অন্তঃশ্বাসের দহন ও বেদনা থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। এই মৃত্যু সর্বহারা মানুষের আত্মার আত্মহত্যা।

সমরেশ বসু *মহাকালের রথের ঘোড়া* যখন লিখেছিলেন তখন তার সৃষ্ট রুহিতন কুরমির সেই দীপ্ত আবেগ; যে ঠিক বা ভুল - যাই হোক, একটা শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন সে দেখেছিল। তাকে মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। তার সহকর্মী, বন্ধু, পরিবার তথা স্ত্রী, সন্তান কেউই তাকে গ্রহণ করেনি। ফেলে আসা দিন ও মানুষগুলির কথা চিন্তা করলেও কেউই তাকে মনে রাখেনি। রুহিতন লক্ষ্য করেছে নিজে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেললেও কারো জীবনই তার জন্য থেমে নেই। নকশাল আন্দোলনের ব্যর্থতা হয়তো এই আত্ম-উৎসর্গ করা, রুহিতন কুরমির জীবনের ট্র্যাজেডি।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, অমর, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামান্য তথ্য সংকলন, কলকাতা: নয়া ইশতেহার প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৪০
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম, সমরেশ বসু: সময়ের চিহ্ন, কলকাতা: র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, মে ১৯৮৮, পৃ. ২১
৩. ঘোষ, প্রসূন, বাংলা উপন্যাসের বিবর্তন: আত্মকথনরীতির উপন্যাস, কলকাতা: আশাদীপ, ২০২২, পৃ. ২২৩
৪. বসু, সমরেশ, মহাকালের রথের ঘোড়া, কলকাতা: আনন্দ পাব্লিশার্স, জুলাই ২০১৪, পৃ. ৩২
৫. তদেব পৃ. ৫৩

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 371 - 377
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬. তদেব, পৃ. ৯
৭. তদেব, পৃ. ৫০
৮. তদেব, পৃ. ৬৪
৯. তদেব, পৃ. ১১
১০. সেন, কিশলয়, মহাকালের রথের ঘোড়া: এক অনুভব, কলকাতা: এবং জলার্ক, অক্টোবর- নভেম্বর, ২০০০, পৃ. ২৫৬
১১. বসু, সমরেশ, মহাকালের রথের ঘোড়া, কলকাতা: আনন্দ পাব্লিশার্স, জুলাই ২০১৪, পৃ. ৫৪
১২. তদেব, পৃ. ৬৩
১৩. তদেব, পৃ. ৬১
১৪. তদেব, পৃ. ৬৭
১৫. তদেব, পৃ. ৮২
১৬. তদেব, পৃ. ৬৯
১৭. তদেব, পৃ. ৮১
১৮. তদেব, পৃ. ৮৩
১৯. তদেব, পৃ. ৯৭
২০. তদেব, পৃ. ৯৪
২১. তদেব, পৃ. ৯৮
২২. তদেব, পৃ. ৯৯